ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৫০৩৮
আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

ক্ষুদ্র সঞ্চয় নিয়ে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

রাজ্য অর্থ দপ্তরের অধিকর্তা কার্যালয়ের উদ্যোগে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক কার্যালয়ের সহায়তায় মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে আজ ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশান, প্রধানমন্ত্রী ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পসমূহ, সাইবার ক্রাইম এবং ক্ষুদ্র সঞ্চয় বিষয়ক একদিনের সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে তিনি বলেন, রাজ্যের ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে সফলতা ও কৃতিত্ব এই প্রকল্পের জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত এজেন্টদের প্রাপ্য। এজন্য তিনি এই প্রকল্পের এজেন্টদের প্রত্যেককে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে তাদের আরও সাফল্য কামনা করেন। তিনি এজেন্টদের অর্থসংগ্রহের কাজের সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রী ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলি নিয়েও মানুষের সাথে আলোচনা করতে আহ্বান জানান এবং মানুষকে এই প্রকল্পগুলির সুবিধা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করতে বলেন।

অনুষ্ঠানে রাজ্যের ৮টি জেলার ৮ জন এসএএস এজেন্ট এবং ৮ জন এমপিকেবিওয়াই এজেন্টকে ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পের কর্মসূচিতে ভাল পারফরম্যান্সের জন্য সম্বর্ধনা ও পুরস্কার দেওয়া হয়। পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি সহ অন্যান্য অতিথিগণ তাদের হাতে সম্বর্ধনা, স্মারক ও পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজ্য ফিনান্সিয়াল ইন্সস্টিটিউশানের ক্ষুদ্র সঞ্চয় দপ্তরের অধিকর্তা রাখি বিশ্বাস। পোষ্ট অফিসের বিভিন্ন স্কিম নিয়ে অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন আগরতলা প্রধান পোষ্ট অফিসের সুপারিনটেন্ট মানিকলাল দাস। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সাইবার ক্রাইম নিয়ে আলোচনা করেন আগরতলা সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চের ইন্সপেক্টর টিটন পাল। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ক্ষুদ্র সঞ্চয় দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা এ্যামিলা রিয়াং।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে জানানো হয় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে রাজ্যে ১১০০ কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। ২০২৫ এর ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে ৮৮৯.১৯ কোটি টাকা। এই অর্থ সংগ্রহের জন্য রাজ্যের ২১৮৯ জন এমপিকেবিওয়াই এজেন্ট এবং ১৯৭২ জন এসএএস এজেন্ট কাজ করছেন। এই এজেন্টদের মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরার মনতোষ কুমার দেব সবচেয়ে বেশি অর্থ সংগ্রহ করেছেন। তার সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ (২০২৫ এর ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত) ৭০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। এই সময়ে অর্থ সংগ্রহের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন গোমতী জেলার শ্রীবাস রায়। তার সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ৩০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন দক্ষিণ ত্রিপুরার প্রতিমা চক্রবর্তী। তার সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ১৪ কোটি ৮৯ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা।

******